بسم الله الرحمن الرحيم

শায়খ মাকদিসীর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য

هذا بعض ما عندي وليس كله

“এখানে আমি কিছু বলেছি,পুরোটা নয়”

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

হামদ ও সালাতের পর,

পবিত্র কোরআন নাযিলের মাস রামাদান কে সামনে রেখে আমার কয়েকটি উপলব্ধি ও পর্যালোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা উচিৎ বলে মনে করছি । আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদেরকে হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্যতা দেন এবং . . . . . .(আরো কয়েকটি দোয়া) ।

প্রথমতঃ- : গত দুই সপ্তাহ ধরে সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভীড় থাকার পরও আমি অনেক বিষয়ে শুনেছি । সবগুলো বিস্তারিত না শুনলেও অনেক বিষয়েই শুনেছি। আরো অনেক বিষয় বিস্তারিত পড়ার ও জানার আছে। সবকিছু জানার পর (এটাই উপলব্ধি হয়েছে) দুই গ্রুপের (শাইখ এর দ্বারা ISIS ও শামের অন্যান্য মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করেছেন) প্রত্যেকেই নিজের আকাংখা অনুযায়ী নিজের পক্ষের মতটিকে দলীল-প্রমান দিয়ে (হক্ক বলে) প্রমান করার চেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমেছেন। তাদের অধিকাংশের দলীলই শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহনযোগ্য নয়। এসব কথার অধিকাংশই আমার কাছে জেলখানা থেকে বের হওয়ার আগেই এসেছে , এবং আমি তখনই সেগুলো ভালভাবেই জেনেছি। কিন্তু তারপরও আমি চোখ কান বন্ধ না করে ধৈর্য্য ধরে সেগুলো শুনেছি।

কেননা এর মধ্যেও উপকার রয়েছে। কেননা আমি মনে করি, হয়তোবা এর মাধ্যমে "অন্তরে" হক্ক আরো সুদৃঢ় হবে নতুবা পুর্বের ভুল থেকে "হক্কের" দিকে ফিরে আসা যাবে।

দ্বিতীয়ত: এতে কোন সন্দেহ নেই, দুই গ্রুপের যাদের কাছ থেকে আমি (যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি) শুনেছি, তারা জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তারা হক্কের বিজয়ই চান। এবং বাতিলের পক্ষে দলবাজি করেন না, বরং তারা এরকম দলবাজি থেকে মুক্ত। যদিও যারা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের মাঝে এমন দলবাজি (তাআসসুব) দেখা যায়। আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পেরে খুবই আনন্দিত, এবং তাদের সাথে সম্পর্ক থাকার ব্যপারটি দৃঢ়ভাবে স্বীকার করছি। তারা আমার মাজলিসে (বৈঠকে) খুবই প্রভাব ফেলেছেন।

আবার অন্যদিকে তাদের মত আরো কিছু লোক রয়েছে, যারা সংশোধন ও হক্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এদের ভিতর আবার কতক এমন দলান্ধ ব্যক্তি আছে, যাদের ব্যপারে এই প্রবাদটি বলা যায়,

(المتحيز لا يميز) **"পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি হক্ক বাতীলের আর কি পার্থক্য করবে! "**

এরা আমার সাথে সাক্ষাত করে কোন উপকার তো বয়ে আনে নি, উপরন্তু আমাকে কেবল ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। এদের জন্য উচিত হল, "কথা শুনা ও সংরক্ষণ" করার প্রশিক্ষন নেয়া।

তৃতীয়ত: আমাকে খুব চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে করে আমি আমার পুর্বের বিবৃতি থেকে ফিরে আসি, যা আমি প্রকাশ করেছিলাম "দাওলাহ" নামক দলটির (ISIS) সাথে অন্যান্যদের সমঝোতা চুক্তি অথবা উভয়ের মাঝে তাহকীমের (সালিশ) চেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর। 'দাওলাহ' (ISIS) জামাতই এই সালিশ প্রত্যাখ্যান করেছিল । তখন কিছু লোক এই বলে শপথ করেছিল যে, আমার পুর্বের বিবৃতি প্রত্যাখ্যাত (বাতিল) অথবা অচিরেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। এসব শপথের কিছুই আমার পক্ষ থেকে বলা হয়নি। আর আমি এ ব্যপারে কাউকে দায়িত্বও দেইনি। (এর সবই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ব্যাতিত আর কিছুই নয়)

কিন্তু এসব লোকের সামনে আমি বারংবার যা বলেছি এবং এখনও বলছি, "স্বাভাবিকভাবে আমার কথা "নিষ্পাপ" নয় , এবং আমি নিজেও "নিষ্পাপ" নই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের

মাধ্যমে পাওয়া ধারাবাহিক সংবাদের উপর ভিত্তি করেই তা (আমার পুর্বের বিবৃতি) এসেছিল। বিশেষ করে, সমঝোতা ও শরঈ সালিশ প্রত্যাখ্যানকারীদের খবরাখবর (আমি ভালভাবেই পেয়েছি)। এদের কেউ কেউ দাবী করছেন যে আমি কেবল এক দিক থেকেই সংবাদ পেয়েছি। এই দাবী বাতিল (প্রত্যাখ্যাত)। কেননা জেলখানায় আমার সাথে একই কামরায় "দাওলাহ" নামক দলটির (ISIS) সমর্থকও ছিল। যারা সিরিয়ার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ পেত। বেশিরভাগ সংবাদই হত জামাআতুদ দাওলাহ'র্ (ISIS'র)। এবং (কারাগারে থাকাকালীন) আমার নিকট জামাতু'দ দাওলাহর (ISIS) অনেক ঘটনা, সংবাদ ও চিঠিপত্র এসেছে। অনুরূপভাবে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই দাওলাহর শরঈ সালিশ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি জেনেছিলাম। আর (দাউলাহ'র) সমঝোতা প্রত্যাখ্যানের এসব ডকুমেন্টগুলো এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, যা সংশয়গ্রস্থ লোকদের সংশয় দূর করতে সক্ষম হবে।

আমি আবারও এ কথার পুনরাবৃত্তি করছি, যখনই আমার সামনে মনে হবে যে, আমি আমার পুর্বের বিবৃতিতে কারো উপর জুলুম করেছি, অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমালংঘন করেছি, তৎক্ষণাৎ পুর্বের কথা থেকে ফিরে আসতে আমি দ্বিধাবোধ করব না। কেননা "হক্ক" হল আমার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। আর হক্কের অনুসারীরা সবাই আমার কাছে সমান । তিনি যে কোন পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকুক না কেন।

আমার (পুর্বের বিবৃতিটি) প্রকাশ করার কারন হল, এক পক্ষের (ISIS) 'আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শরঈ সালিশ' মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো । এটাও ঠিক যে, যারা (IF & JaN) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সালিশ মেনে নিয়েছিল, আমরা তাদেরকে (ঐসব লোকদের সাথে) সম্পর্কচ্ছেদের নাসীহা দিয়েছি যারা সালিশ প্রত্যাখ্যান করেছে (ISIS)। তবে আমরা এটাও বলছিনা যে, যাদেরকে সম্পর্কচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয়েছে (IF & JaN), তারা একেবারেই নিষ্পাপ অথবা আমরা তাদেরকে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ (তাজকিয়ার সনদ দিচ্ছি না) বলে স্বীকৃতিও দিচ্ছিনা। বরং বিষয়টিকে আমরা সেভাবেই দেখছি, যেভাবে শাইখুল ইসলাম (ইবনু তাইমিয়্যাহ) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

(والعدل المحض في كل شيء متعذر، علماً وعملاً، ولكن الأمثل فالأمثل) الفتاوى (99/10)

"ইনসাফভিত্তিক মুলনীতি হল, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে। তবে বিচার হবে অধিক থেকে অধিকতর উদাহরনের (প্রমানের) মাধ্যমে।" (মাজমুউল ফাতওয়া- ১০/৯৯)

চতুর্থত: এটা আমি বারবারই বলেছি, ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা হল সম্ভ্রান্ত বংশের নেতাদের ভূষণ। আর লড়াইরত দুই গ্রুপের মধ্যেই সম্ভ্রান্ত নেতার অভাব প্রকট। কিন্তু সব দেশেই তাদের সমর্থকদের উপস্থিতি আছে। এই ইনসাফ স্বল্পতার কারনে দু'গ্রুপের একদল নিউজ একটিভিস্ট ও মুফতী থেকে এমন কিছু অপরাধ প্রকাশ পাচ্ছে , যা বিভিন্ন দেশের অহঙ্কারী যুবকদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসব অহঙ্কারী যুবকরা যেন তাদের মনের মত একজন দুষ্কৃতিকারী নেতা পেয়েছে। গালাগালি, বেয়াদবী, অহেতুক খারাপ ধারনা আর অপরকে হেয় করার ক্ষেত্রে এরা এসব নেতাকে ইমাম হিসেবে মান্য করছে। মুক্তি পাওয়ার পুর্বেই আমি উভয় গ্রুপের ঝগড়ারত একরকম নিউজ একটিভিস্ট ও মুফতীদের সম্পর্কে জেনেছি। এদের কিছু কিছু কথা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি ও অস্বীকার করেছি। জেলের ভিতরে যেরকম নির্বোধ আচরণ ও অন্যায় দেখেছি, জেল থেকে বের হওয়ার পরও এমনই দেখেছি। এহেন কাজের "কারবারীকে" মুজাহিদ কিংবা শারঈ গুনে গুনান্বিত করা যায়না। বরং তাদেরকে শারঈ (শরিয়তের) লোক না বলে 'শাওয়ারী' (রাস্তার লোক) বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত । তাছাড়া বিরোধীদেরকে রাস্তার ছেলে, জারজ সন্তান এবং এধরনের বিভিন্ন আশ্লীল শব্দ ও রুচি-বহির্ভুত শব্দ দ্বারা অপবাদ দেওয়া ...এগুলো ছাড়াও অন্যান্য মিথ্যা,অপবাদ ও মিথ্যাচার শব্দ দ্বারা প্রতিপক্ষকে আঘাত করা এটা তাদের জন্যে উচিত না,যাদের হাত দিয়ে আল্লাহর নামে স্বাক্ষর ও দ্বীনের ফতোয়া বের হয়... তাছাড়া উদ্ধুগ্ধ করা মুসলমানদের নির্দোষ রক্ত প্রবাহ করার দিকে এবং রক্তকে সস্তা মনে করার দিকে; এমনকি এটা যেনো সারা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এযুগের যুবকদের জন্যে মন্দ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ,এটা শুধু যে শামের পরিমণ্ডলে তা নয়, এটা সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত এবং ছেয়ে গেছে স্বল্প শিষ্টাচার, ছোট, বড়, উলামা ও গুরুজনদের ব্যাপারে জুলুম করার মধ্যে; বরং মুসলমান প্রতিপক্ষের উপর সীমালংঘন, তাদের চামড়া ও রক্তকে হালাল মনে কর, আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, যা তারা প্রচার করছে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝে।

আমরা অবাক হই যে,এই সব নীচুমনের চরিত্রের অধিকারী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞরা, মুফতিরা ও অফিসিয়াল মুখপাত্ররা মুসলমানদের রক্তের প্রতি দু:সাহস দেখিয়ে কী বলে !!!

তাই আমরা নিজেদেরকে তাদের এই বাতিল থেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম এবং সব স্থানের দায়িত্বশীলদের প্রতি আহবান করছি, "তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সত্যিকার প্রেমী হয় তাহলে তারা যেনো এই ধরনের পরিবেশ এবং চরিত্রকে ছাটাই করে বিশেষকরে জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষেত্রে; আমরা তাদের নিকট প্রত্যাশা করবো তারা যেনো এদেরকে বক্তব্য ও নেতৃত্বের স্থান থেকে দুরে রাখেন; তারা প্রতিদিন তাদের এই অন্তসারশূন্য ভাষণ দ্বারা দ্বীনের বাধা সৃষ্টি করছে এবং তাদের তির্যক পদ্ধতির দ্বারা দ্বীনের মজবুত পদ্ধতি থেকে অনেক দুরে সরে যাচ্ছে , দ্বীনের মহান

চরিত্রকে তাদের নোংরা চরিত্র দ্বারা কলুষিত করছে; সুতরাং যারা জিহাদের কল্যাণ চায় তাদের জন্যে এ ধরনের স্বল্প শিষ্ট, নিজে ভ্রষ্ট ও অন্যকে ভ্রষ্টকারী, মুসলমানদের রক্ত প্রবাহের প্রতি উদ্ধুগ্ধকারী, নোংরা চরিত্র বিস্তারকারী ও যুবকদের মধ্যে অশ্লীল শব্দপ্রয়োগ কারীদেরকে দুরে সরানো ব্যতীত উপায় নেই; তাদের বদলে এমন ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল বানানো উচিৎ যারা নিজে হেদায়তপ্রাপ্ত অন্যকে হেদায়তকারী মুসলমানদের প্রতি কোমল নবী-চরিত্রে চরিত্রবান এবং উম্মতকে নিয়ে এই আদর্শেই চলে ... যারা জানে কীভাবে সকল মানুষদেরকে সম্বোধন করতে হয়”।

পঞ্চমতঃ- আমার কাছে সিরিয়ার লোকদের সুত্রে অনেক বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন যাতে করে তারা আমার উপর প্রভাব ফেলেন যেন আমি ঐ বিবৃতি থেকে ফিরে আসি কেননা এই বিবৃতির কারণে অনেক রক্ত প্রবাহিত হয়েছে অথবা এর প্রকাশের পর দাওলার বিরোধীরা আমার নামে অনেক অপারেশন উৎসর্গ করেছে যার নাম ছিলো **‘মিল্লাতে ইব্রাহীম’**। এখানে এটা হচ্ছে চাপ ও প্রভাব বিস্তারের কথা,যেন আমি আমার বক্তব্য থেকে ফিরে আসি। এই ধরনের পদ্ধতি যা কখনো কখনো উপকারী হয় ‘আলোচনা’ অথবা ‘লেনদেনের’ ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা (এই পদ্ধতি) অসার হয় ‘দলীল উপস্থাপনের’, মুখোশ উন্মোচন, সত্যকে প্রমাণিত করা এবং বাতিলকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করা ক্ষেত্রে । সুতরাং এই অবস্থায় এধরনের আচরণে কোনো লাভ নেই , দাবির ক্ষেত্রে অবশ্যই মাপকাঠি দেখা প্রয়োজন। কেননা বিবৃতির মধ্যে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহের প্রতি উদ্ধুগ্ধ করা হয় নি , না হত্যার দিকে নক করা হয়েছে অথবা একথা বলা হয়েছেযে,সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা হউক যা বিগত আট মাসের মধ্যে ব্যয় হয়েছে তা নিয়ে। বরং এই বিবৃতি এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে যাতে করে এর দ্বারা রক্তের রক্ষা হয় ও বন্দুকের নল মুসলমান ও মুজাহিদদের বুক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং অন্য মুসলমানকে অবজ্ঞা করা অথবা তার অধিকার আদায় করা থেকে বিমুখতা ত্যাগ করা হয়; এর উদ্দেশ্য ছিল, দাওলার অজুহাত তুলে ও দাওলা প্রতিষ্ঠা বা অন্য কারণ দর্শিয়ে মুসলমানদের রক্ত ও মালকে সস্তা করা থেকে বিরত রাখা। মনে হচ্ছে যে অন্যরা তা চায় না যে, দাওলা প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত হউক। সর্বাবস্থায় যারা সালিশ মানতে প্রত্যাখান করে তারাই রক্ত প্রবাহের ধারাবাহিকতার দায়িত্ব বহন করতে পারে; তেমনিভাবে তারাও এর দায় নিতে পারে যারা সব দিক দিয়ে রক্তপাতে লিপ্ত আছে; অত:পর আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি যে,তিনি আমাকে মুসলিমের এককোটা রক্ত প্রবাহ করা থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমি আল্লাহর কাছে চাই যে আমি যেনো এ ব্যাপারে কারণ না বনি, হোক তা এক অক্ষর অথবা শব্দাংশের দ্বারা; সুতরাং আমি এই পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগকারীদেরকে বলছি **‘আপনারা থামুন’।**

(আমি সেই ব্যক্তি নই,যে পিছন দিয়ে আঘাত করে), তেমনি আমি তাদেরকে বলছি যারা আমাকে উৎসর্গ করে কোনো অপারেশন করেছে,যার দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে ((بل أنتم بهديتكم تفرحون) তোমরাই তোমাদের উৎসর্গ দ্বারা আনন্দিত হয়েছো)।

তোমরা যদি আমাকে উৎসর্গ করতে চাও তাহলে উৎসর্গ করো আমার উপদেশের আনুগত্য করে ও সাড়া দাও আমার ডাকে মুসলমানদের রক্ত রক্ষায়, সালিশ,আত্মশুদ্ধি এবং দাওয়াত ও

জিহাদের ক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজের (পন্থার) উপর অবিচল থেকে; এটাই আমি তোমাদের কাছে চাই যে তোমরা আমাদেরকে উৎসর্গ করো যদি তোমরা আমাদেরকে ভালবাসো এবং তোমরা চাও আমাদের চক্ষুকে শীতল করতে; আমাদের চক্ষু কখনো ইসলামের গন্ডিতে থাকাবস্থায় কোনো মুসলিমের রক্ত প্রবাহ দ্বারা শীতল হবে না যদিও সে গোনাহগার হয়; আমরা ঘাতক থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত কোনো মুসলিমকে হত্যা করাকে বৈধ মনে করি না, যেটা মুখ ও হাত দ্বারা প্রতিহত করা যায় এর জন্যে অস্ত্র ব্যবহার জায়েজ নয়, কেননা আসল কথা হচ্ছে এক মুসলিমের রক্ত, জান ও ইজ্জত হারাম বা সম্মানিত।

ষষ্ঠতঃ আমাকে ইরাকে দাওলার এর বিজয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

আমি বলেছি- এমন কোনো মুমিন পাওয়া যাবে না যারা মুসলমানদের বিজয়ে আনন্দিত হবে না যখন এই বিজয় অর্জিত হয় রাফেজী এবং মুরতাদদের বিপক্ষে; কিন্তু ভয় হচ্ছে এই বিজয়ের সর্বশেষ লক্ষ্য নিয়ে, যে কীভাবে ব্যবহার করা হবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, অন্য দাওয়াতি ও মুজাহিদ গ্রুপসমুহ অথবা স্বাধীন এলাকার সাধারণ মুসলমানদের সাথে? এই ভারী অস্ত্রের বিরোধী কারা হবেন যা ইরাক থেকে গণীমত হিসেবে অর্জিত হয়েছে এবং সিরিয়ায় তা প্রেরণ করা হয়েছে? এটা আমার প্রশ্ন এবং এটা জানা আমার আগ্রহ ? আমরা ভয় করছি যে এই বিষয়ের উত্তরের ব্যাপারে; কেননা আমরা অনেক কারণে অস্ত্র উঠানোর কারণ সম্পর্কে বুদ্ধির উপর নির্ভর করছি না।

সপ্তমতঃ- আজকের এই দিনে আমাকে বলা হলো আপনি কি অমুকের লেখা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যিনি খিলাফাহ সম্পর্কে বলেছেন অথচ তামকীন(ভুখন্ডে পূর্ণ অবস্থান) শর্ত দেন নি! !!

আমি বললাম : আমি এ ব্যাপারে অবগত হই নি; কিন্তু লিখিত বিষয় তার শিরোনাম সহকারে পড়া হয়েছে; অবশ্যই তাদের তানযীমকে 'খিলাফাহ' নামে নামকরণ করা তাড়াহুড়া হয়ে যাবে।

তারপর তিনি বললেন : আপনার অভিমত কী যদি তারা এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে দেয়?

আমি বললাম : তাদের নামকরণ ও ঘোষণায় আমার কোনো ক্ষতি হবে না এবং কক্ষনো আমার সময় ব্যয় করবো না ওই ব্যক্তি যা লিখেছেন এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কথা বলে; আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি খিলাফাহ প্রত্যাবর্তনের জন্যে, সীমান্ত চুর্ণ হওয়ার জন্যে, তাওহীদের ঝান্ডা উত্তোলনের জন্যে, শিরকের পতাকা অবদমিতের জন্যে এবং এটা মুনাফিক ছাড়া কারো কাছে অপছন্দনীয় হবে না; **আসল কথা হচ্ছে নামের সাথে কাজের মিল, বাস্তবে তা প্রয়োগ, কার্যত তা ভূমিতে বাস্তবায়ন।**

যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করে,সে তা হারিয়ে এর পরিণাম ভোগ করে; কিন্তু যে বিষয়কে আমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যে,এই ঘোষণাকে জাতি কীভাবে দেখবে? এবং এই নামকরণকে যা ক্রমান্বয়ে ইসলামিক স্টেইট ইন ইরাক অত:পর ইরাক ও শাম অত:পর জনসাধারণের খিলাফাহ; এটা কি হতে পারবে প্রত্যেক দুর্বলের আশ্রয়স্থল! এবং প্রত্যেক মুসলিমের নিরাপদস্থল! না এটা এই নামকরণ হবে তাদের বিরোধীদের জন্যে উন্মুক্ত তরবারী !! এবং এর দ্বারা ওইসব ইমারাহ লুপ্ত করা যেগুলো তাদের রাষ্ট্র ঘোষণার পুর্বে হয়েছে, এর দ্বারা ওইসব গ্রুপ বাতিল বলে গণ্য হবে যারা তাদের পুর্ব থেকে বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ করছে!!!

এক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়েছেন ককেশাশে আমাদের ভায়েরা তাদের বরকতময় ইমারাহ ঘোষণা করে এবং এক্ষেত্রে তারা এমন কিছু করেন নি যা সমগ্র ভুখন্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যে আবশ্যক হয়ে যায় এবং এই নামকরণের দ্বারা রক্তপাত হয় নি বা হারাম রক্ত প্রবাহিত হয় নি, সুতরাং খিলাফাহ নামকরণ ঘোষণার পরে 'ইমারাতে ইসলামী ককেশাশ' সম্পর্কে এই গোষ্ঠির নীতি কী হবে?

তেমনি তালেবান তাদের পুর্বে 'ইমারাতে ইসলামী' ঘোষণা করেছে, এখন পর্যন্ত তাদের **আমীর 'মোল্লা উমর'** (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) বিদ্যমান থেকে তিনি এবং তাঁর বাহিনী শত্রুদের

বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। কি হুকুম প্রয়োগ করা হবে ওই ইমারাহ সম্পর্কে যা বাস্তবেই ভূমিতে কয়েক বছর ধরে বিদ্যমান হয়ে হারাম রক্ত প্রবাহ করছে অথবা কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলেছে; এই ইমারাহ সম্পর্কে কী হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যারা খিলাফাহ নামকরণ করেছে অথবা ঘোষণা করেছে?

কী হবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ওই সব মুসলিম মুজাহিদ জামাআত ও যারা তাদের কাছে বাইয়াহ

দিয়েছেন ইরাক-শাম এবং সমগ্র বিশ্বে যাদের লোক আছে তাদের সম্পর্কে ?

তাদের রক্তের মুল্য এদের কাছে কী হবে, যারা আজ খিলাফাহ নামে নামকরন করেছে অথচ তাদের বিরোধীদের একথা বলতে দ্বিধা করেনি যে তাদের মস্তক গুলি দ্বারা ছিন্ন করে দিবে?????

এইসব প্রশ্নসমুহ যেগুলো আমার কাছে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলোর উত্তর প্রয়োজন।

এখানে আমরা আদনানীর চিতকারে কিছু সাম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব পেয়েছি এটা হচ্ছে ওই জবাব

যা আমরা ধারণা করেছি তার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা ব্যতীত।

ইয়া আল্লাহ! মুসলমানদের উপর রহম করুন।

পরিশেষে আমরা মুসলমানদের রক্ত নিয়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করে বলছি: আপনারা একথা ভাববেন না যে আপনাদের উচ্চস্বরই হবে সত্যের স্বর। আপনাদের হুমকি দ্বারা, আপনাদের চেঁচামেচি দ্বারা, আপনাদের স্বল্প শিষ্টাচার দ্বারা ও সীমালংঘন দ্বারা আমাদের সত্য প্রকাশের সাক্ষ্য

প্রদানকে লোপ করতে পারবেন। না তা নয়.. বরং আমরা থাকব এই দ্বীনের নিষ্ঠাবান পাহারাদার হয়ে; এই মিল্লাতের পাহারায় বিনিদ্র রক্ষক হয়ে, আমরা প্রতিহত করবো বিকৃতিকারীদের বিকৃতি, বাতিলের ধারকদের চৌর্যবৃত্তি, আত্মপ্রশংসা ও অতিরঞ্জনকারীদের ধুম্রজাল এবং অন্যান্য মুখোশধারীদের... হয়তো সংশোধন হবে, সঠিক পথে আসবে, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন

করবে ও বিরত হবে মুসলমানদের রক্তপাত করা থেকে এবং এই দ্বীনকে কুহেলিময় করা থেকে।

অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের ধারালো তরবারীর মত জিহ্বা উন্মুক্ত করে দিবো যার অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বাহনের কলিজা কর্তিত হয়ে যাবে এবং যার কথা দ্বারা আরোহী চলতে থাকবে ...

আপনারা এবং অন্যরা ভালোভাবে জানেন আমরা শিকলে এবং কাটাসমুহ দ্বারা বেষ্টিত হয়েও কখনো নিশ্চুপ হয় নি; সুতরাং কক্ষনো জেলের আগ্রাসন থেকে মুক্তির পরও নিরব হবো না;

আল্লাহর কসম, যিনি খুটিবিহীন আকাশকে দাড় করিয়েছেন! আমরা তাদের কাউকে ছাড়বো না যারা এই দ্বীনকে নিয়ে খেলা করবে এবং মুসলমানদের রক্ত সস্তা মনে করবে। যদিও আমাদের

মাথার উপরে পাখি উড়ে [মৃত্যু বুঝানো উদ্দেশ্য] এবং নিকটবর্তী ও দুরবর্তী সবাই আমাদের উপর মিথ্যা, অপবাদ. এবং অপপ্রচারের তীর নিক্ষেপ করে..

এখানে আমরা আপনাদেরকে সতর্ক করছি দ্বীনকে নিয়ে ভাওতাবাজি করা, ফাসাদ সৃষ্টি, ফাসাদ এবং মুসলমান ও মুজাহিদদেরকে রক্তে রঞ্জিত করা থেকে ..

সুতরাং আল্লাহকে ভয় পাও এবং সত্য কথা বলো।

ولكل حادث حديث و لكل مقام مقال

‘প্রত্যেক ঘটনায় কথা থাকে এবং প্রত্যেক স্থানে বাক্য থাকে’।

এখানে আমি কিছু বলেছি আমার কাছে যা ছিলো , পুরোটা নয়... আমি এটা এই সম্মানি মাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস স্মরণ করাবস্থায় প্রচার করছিঃ-

(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা কর্ম ত্যাগ করলো না, আল্লাহ্‌র নিকট তার খাওয়া ও পান করা ত্যাগ করার (উপবাসের) মধ্যে কোনো মূল্য নেই”।

এবং ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ **কীভাবে আপনারা রমজান মাসকে অভ্যর্থনা জানাতেন?** তিনি জবাব দিলেনঃ-

(ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم)

আমাদের কেহ নতুন চাঁদ আগমনের ফলে তার মুসলিম ভায়ের প্রতি বিন্দু পরিমাণ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতো না।

লেখক - আবু মুহাম্মদ মাকদিসী

রমজানের প্রারম্ভ ১৪৩৫

হিজরতে মুস্তফা আলাইহিস সালাহ

ওয়া সালাম

http: //www.tawhed.ws